"শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা"
নারীর ক্ষমতায়নে অদম্য যাত্রাঃ ২০০৯-২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারীর সমঅধিকার ও ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ ও ২৮ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের নিশ্চয়তা দেন। নারী, শিশু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নেরও সুবিধা রাখা হয়।
- নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষণের বিধান রাখা হয় এবং এক্ষেত্রে ৬৫(২) অনুচ্ছেদে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০০ আসনে নারীর অংশগ্রহণেও কোন বাধা রাখা হয়নি।
- বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ১৯(৩) অনুচ্ছেদ আলোকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে মর্মে অঙ্গীকার রয়েছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রাপ্তি

- বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে গৃহীত বহুমূখী কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে রোল মডেল। এর স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পেয়ে যাচ্ছেন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পুরস্কার।

নারী নেতৃত্বে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানজনক গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ অর্জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ এবং সমগ্র এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী শিক্ষা এবং নারী উদ্যোক্তাদের কর্মকান্ড প্রসারে নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে গ্লোবাল সামিট অফ ওমেন মর্যাদাপূর্ণ **'গ্লোবাল ওমেন'স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'**, ইউএন ওমেন **'প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন-২০১৬'**, গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম **'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড-২০১৬'** প্রদান করে। সম্প্রতি রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে দূরদর্শী ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ ইন্টার প্রেস সার্ভিসের **'ইন্টারন্যাশনাল এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'** এবং গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশনের **'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ'** সম্মাননা পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন

- ভিশন: জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ ও সুরক্ষিত শিশু।
- মিশন: নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়ন

- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ দৃঢ়ভাবে অনসুরণ ও বাস্তবায়ন, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীর অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি অব্যাহত রাখা।
- নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি, বৈষম্য বন্ধ এবং নারী ও শিশু পাচার রোধে গৃহীত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা ।
- নারীর কর্মের স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে এবং চলাফেরায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপপ্রচার বন্ধে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের পাশাপাশি কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- নারী শ্রমের মর্যাদা সুরক্ষা করা, শিল্প-বাণিজ্য ও সেবা খাতে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও অব্যাহত রাখা।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.mowca.gov.bd
অক্টোবর, ২০১৮

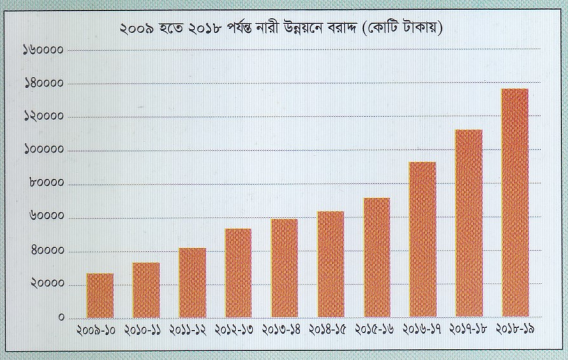

জেন্ডার রেসপনসিভ বাজেট

- জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়ন শুরু করে। বর্তমানে সকল মন্ত্রণালয় জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন সুসংহত করতে নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী

- সমাজের অসহায়, দুঃস্থ ও গর্ভবতী মাদের সহায়তা করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে ভিজিডি কার্যক্রম, ২০১০-১১ সাল থেকে মাতৃত্বকাল ভাতা এবং ২০০৭-০৮ সাল থেকে ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

ভিজিডি কর্মসূচি

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ১০.৪০ লক্ষ দুঃস্থ, নির্যাতিত, অসহায়, দরিদ্র ও তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে ২ বছর চক্রাকারে মাসে ৩০ কেজি পুষ্টি চাল প্যাকেটজাত অবস্থায় প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত মোট ৭১.০০ লক্ষ নারী উপকারভোগীদেরকে এ ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে ২ বছর চক্রাকার মাসে ৩০ কেজি করে চাল প্রদান করা হয়েছে।

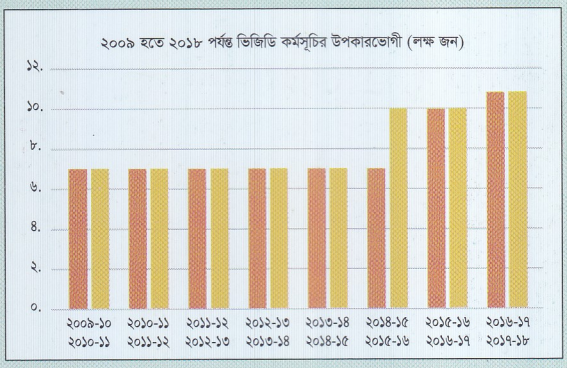

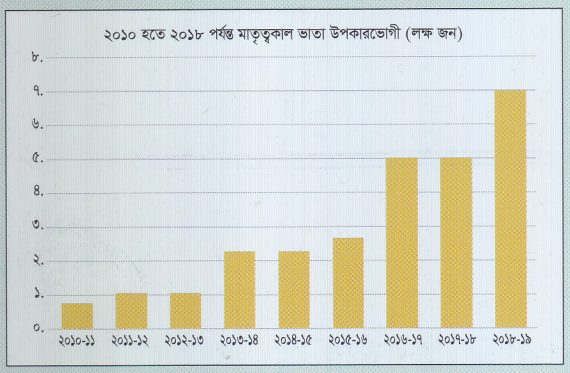

মাতৃত্বকাল ভাতা উপকারভোগী

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে গর্ভবতী দরিদ্র ৭ লক্ষ গর্ভবতী দরিদ্র মহিলাদের ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার স্থলে ৮০০ টাকা এবং ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত গর্ভবতী দরিদ্র মোট ২৭.৭৬ লক্ষ মহিলাকে মা ও শিশুর পুষ্টি ঘাটতি নিবারণে প্রতি ২ বছর চক্রে মাসে ৫০০ টাকা হারে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

ল্যাকটেটিং মা উপকারভোগী

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর থেকে ২.৫০ লক্ষ মাকে ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৮০০ টাকা এবং সময় ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত মোট উপকারভোগী ১১.০৯ লক্ষ মাকে প্রতি ২৪ মাসের চক্রে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ল্যাকটেটিং মা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

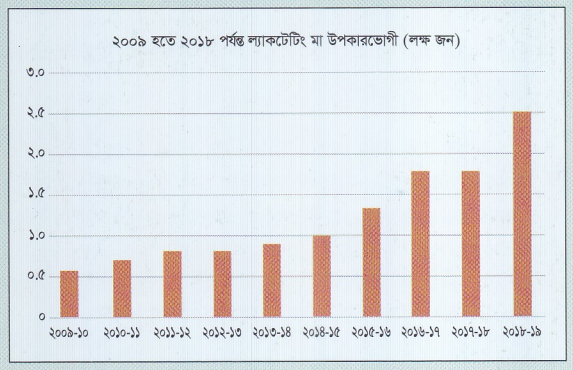

জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ

- ২০১৮ সাল থেকে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি উপজেলায় (ঢাকার সাভার, গাজীপুরের কালিগঞ্জ এবং কালিয়াকৈর, নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁও, মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর, এবং কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলার ৮৮১১ জন মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীকে জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬ মাসে দুই কিস্তিতে ৩ মাস অন্তর অন্তর ইএফটি (EFT) এর মাধ্যমে জিটুপি (G to P) সিস্টেমে মোট ২.৬৪ কোটি টাকা মোবাইল ওয়ালেট এবং ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ এর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন অন্যতম একটি উদ্যোগ।

- "শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা" বিষয়ক শ্লোগানটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ব্রান্ডিং হিসেবে চিঠি, খাম, প্যাড, পোষ্টারে ও ফোল্ডারের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।
- নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে ব্র্যান্ডিংকরণে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে।
- জয়িতা পণ্য ব্রান্ডিং করে দেশে এবং বিদেশে বাজারজাতকরণে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করার লক্ষে ১৫৪.২৫ কোটি টাকা ব্যায়ে জয়িতা টাওয়ার নির্মিত হচ্ছে।
- জয়িতা অন্বেষেনে বাংলাদেশ কার্যক্রমের আওতায় ইউনিয়ন থেকে উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায় নির্বাচিত জয়িতাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ৫ ক্যাটাগরির ৫জন শ্রেষ্ঠ জয়িতকে পুরস্কৃত করা হয়।
- নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃণমূলে ২ কোটি নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন

- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে ১৯৯২৯ জন কর্মজীবী নারীকে আবাসিক হোস্টেল সুবিধা প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত কর্মজীবী নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য ৯৪টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৩৬১৮৩ জন শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত দুঃস্থ ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে ১৭০৫০টি সেলাই মেশিন বিতরণ।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ০৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং ৪২৬টি উপজেলায় ২,১৭,৪৪০ জন সুবিধাবঞ্চিত দুঃস্থ মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২৫০ কোটি ৫৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০০৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন।
- মাতৃত্বজনিত ছুটি ২০০৯ সালে ৩মাস হতে ৪মাস এবং ২০১১ সালে ৪মাস হতে ৬মাসে উন্নীতকরণ।
- ২০১০ সালে সর্বস্তরে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম অন্তর্ভূক্ত করার পরিপত্র জারী করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ

- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ভিজিডি উপকারভোগী ৬৩.৫০ লক্ষ মহিলাকে পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আয়বর্ধক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত মাতৃত্বকাল ভাতাভোগী ২২.০০ লক্ষ মহিলাকে বছরে ১০দিন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ল্যাকটেটিং ভাতা প্রাপ্ত ৭.২৯ লক্ষ মাকে দারিদ্র নিরসন, মা ও শিশুর মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় পুষ্টি উপাদান গ্রহণ, ইপিআই, প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবার গুরুত্ব ও পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত নারী উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধে ৩৩.৪৩ লক্ষ মহিলাকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১.৮৪ লক্ষ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন, স্বল্প-ও শিক্ষিত মহিলাদেরকে আবাসিক ও অনাবাসিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা প্রশিক্ষণ প্রদান।
- গার্মেন্টসে কর্মরত ৩৮৪ নারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২২টি উপজেলায় ৫০,০০০ অতিদরিদ্র মহিলাকে ১৫,৫০০ টাকা করে এবং ৩০,০০০ বর্গা/প্রান্তিক চাষীকে ১০,৬০০ টাকা করে জীবিকায়নের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- Investment Component for Vulnerable Group Development (ICVGD) প্রকল্পের আওতায় ৭ জেলার ৮টি উপজেলায় ৮ হাজার উপকারভোগী মহিলাদেরকে স্বাবলম্বীকরণে ব্যবসা পরিচালনার জন্য এককালীন ১৫০০০ হাজার টাকা অনুদান এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান

- নারীকে দেশের সকল উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে ৬৪টি জেলার ৪৯১টি উপজেলায় মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ২০০৮-০৯ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ৯৬,৩১৩ জন দুঃস্থ ও অসহায় মহিলা ঋণ গ্রহিতার মধ্যে ৫০০০ হতে ১৫০০০ টাকা করে ১১১.০৭ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত দারিদ্র বিমোচনে দরিদ্র, বেকার ও অসহায় মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২.৫১ লক্ষ মহিলাকে ৩৪৯০.৬২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান।
- দারিদ্র বিমোচনে মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত মা'দের জন্য 'স্বপ্ন প্যাকেজ' কর্মসূচীর আওতায় ৫৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০টি জেলার ১০টি উপজেলায় ৭০০ জন উপকারভোগী মা'দের স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিনসহ আবাসন সহায়তা দেয়া হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত অসহায়, নির্যাতিত ও দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে অসহায় মহিলা ও শিশুদের সহায়তার জন্য ১১৮৪১ জন মহিলাকে ৫.০০ কোটি টাকা তহবিলের লভ্যাংশ থেকে সহায়তা প্রদান।
- নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১৫৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ।

দুঃস্থ মহিলা ও শিশু সাহায্য তহবিল

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নির্যাতিত, দুঃস্থ ও অসহায় মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনী সহায়তা ও স্বকর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য ১০ কোটি টাকা এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে ৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকার তহবিল গঠন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

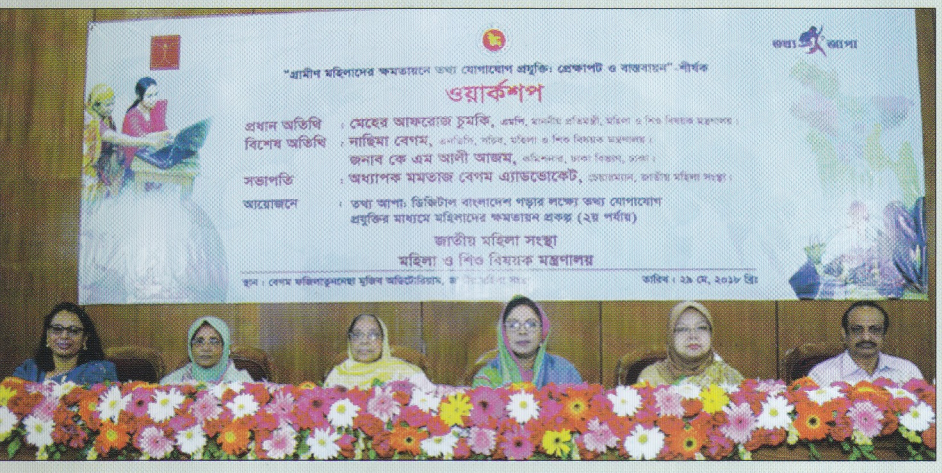

- তথ্য আপা প্রকল্পের ১৩টি উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আয়োজিত উঠান বৈঠকসমূহে নারী নির্যাতনের শিকার মহিলাদের বিভিন্ন আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য তথ্য সেবা দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া তথ্য কেন্দ্রে এসে মহিলারা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য সেবা পেয়ে থাকেন। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে আটটি বিভাগের চৌষট্টিটি জেলার অন্তর্গত চারশত নব্বইটি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ৬৪ জেলায় ২৮,০৭০ জন মহিলাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- "আমার ইন্টারনেট আমার আয়" শীর্ষক কর্মসূচী'র আওতায় ২৩০৮ জন নারীকে পর্যায়ক্রমে ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০৮০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই কর্মসূচীতে ফ্রিল্যান্সিংয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন-ডাটা এন্ট্রি, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং ই-কমার্স বিজনেসের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- "নারী আইসিটি ফ্রি-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন" শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় ০১ মাস মেয়াদি ১৫০ টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩০০০ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির মাধ্যমে আউটসোরসিং কাজে নারীদের পারদর্শী করে তোলা এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে ঘরে বসেই শহর ও গ্রামাঞ্চলের স্বল্প শিক্ষিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বাজারজাত সুবিধা

- দুঃস্থ মহিলাদের পোষাক/পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহ ও বিক্রয়ের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ের নীচতলায় রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র "অঙ্গনার" ২০০৯- ২০১০ থেকে ২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত ৬৮.১৮ লক্ষ টাকার সামগ্রী ক্রয়, ৭১.৬০ লক্ষ টাকার সামগ্রী বিক্রয় এবং ৩.৪২ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়।

- জয়িতা ফাউন্ডেশনের আওতায় নারীর আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ঢাকায় ধানমন্ডি এলাকায় অবস্থিত শপিং মল রাপা পাজায় 'জয়িতা' নামে বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৮০টি মহিলা সমিতির উৎপাদিত পণ্যসামগ্রি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রায় ১৪,০০০ নারী স্বাবলম্বী হয়ে দেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণ

বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে চিত্রাংকন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'স্বপ্নরাঙা' নামে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে ২ জন প্রশিক্ষক প্রায় ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী ৩টি শাখায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। উল্লেখ্য এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিনা বেতনে পরিচালিত হচ্ছে।

নারী ও শিশুর চিকিৎসা সেবায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ঃ

- মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন।
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে শিশু ও মহিলা কার্ডিয়াক ইউনিট স্থাপন।
- পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু ডায়াবেটিস, এন্ডোক্রিন ও মেটাবলিক হাসপাতাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা।
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নার্সেস হোস্টেল স্থাপন।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের তালিকা

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্প।
- এক্সিলারেটিং প্রোটেকশান ফর চিলড্রেন (এপিসি) শীর্ষক প্রকল্প।
- Strengthening Gender Responsive Budgeting in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।
- ইনকাম জেনারেটিং একটিভিটিস অফ উইমেন এ্যাট উপজেলা লেভেল শীর্ষক প্রকল্প।
- কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

- নালিতাবাড়ী উপজেলায় কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প।
- সোনাইমুড়ী, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার ও মঠবাড়ীয়া উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
- ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
- গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র শীর্ষক প্রকল্প।
- মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবি মহিলা হোষ্টেল উধর্বমূখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প।
- Accelerating Action to End Child Marriage in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প।
- Advancement of Women`s Rights এডভান্সমেন্ট অফ উইমেন্স রাইটস্।
- "নীলক্ষেত কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল সংলগ্ন নতুন ১০তলা ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান হোষ্টেলসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার" শীর্ষক প্রকল্প।
- National Resilience Programme শীর্ষক প্রকল্প।
- নার্সিং বিষয়ে মহিলাদের জন্য ঢাকায় কমিউনিটি নার্সিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন হাসপাতাল শীর্ষক প্রকল্প।
- জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (৬৪ জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।
- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।
- নগর ভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।
- তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।
- জয়িতা টাওয়ার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
- ২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচিসমূহের তালিকাঃ

- গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ (উপজেলা পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচী।
- গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার শীর্ষক কর্মসূচী।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির লাইব্রেরি শক্তিশালীকরণের জন্য অটোমেশন ও ডিজিটালাইজেশন (কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও ৬৪ জেলা) শীর্ষক কর্মসূচী।
- শিশু বিশ্বকোষ সংস্করণ, অভিধান, চিরায়ত সাহিত্য ও ঐতিহ্য পরিচিতিমূলক গ্রন্থ প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচী
- নারী আইসিটি ফ্রি-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচী।
- হবিগঞ্জ জেলার সুবিধা বঞ্চিত নারীর জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মসূচী।
- হরিজন শ্রেণির মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং শিশুদের লেখাপড়া নিশ্চিতকরন কর্মসূচি।
- প্রারম্ভিক মেধা বিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি।
- কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এতিম ও অসহায় কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন লক্ষ্যে একাডেমিক ভবন নির্মাণ, সুনামগঞ্জ।
- সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি।
- কিশোর-কিশোরী সুরক্ষা ক্লাব গঠন ও টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ, বয়সন্ধি স্বাস্থ্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ভবিষ্যত প্রজন্ম-কে সুগঠিত করা।
- জয়িতা ব্রিজিং কর্মসূচি (২য় পর্যায়) শীর্ষক কর্মসূচি।
- জয়িতা'র পণ্যের বৈচিত্রকরণ ও মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ।
- জয়িতা'র খাদ্যজাত ব্যবসা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক কর্মসূচি।
- নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতিভিত্তিক ব্যতিক্রমী ব্যবসায়ী উদ্যোগ (জয়িত বান্দরবান) শীর্ষক কর্মসূচি।
- গর্ভ হতে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর বিকাশে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম শীর্ষক কর্মসূচি।
- ফ্যাশন ডিজাইন ইউনিট (অপরাজিতা) স্থাপনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর আধুনিকায়ন শীর্ষক কর্মসূচি।
- এফপিএবি'র পরিবার উন্নয়ন কেন্দ্রের (এফডিসি) মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান শীর্ষক কর্মসূচি।
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান শীর্ষক কর্মসূচি।
- আমার ইন্টারনেট আমার আয় কর্মসূচি।
- জাতীয় মহিলা সংস্থার ৫টি জেলা (গোপালগঞ্জ, নড়াইল, দিনাজপুর, কিশোরগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) কমপ্লেক্স ভবন ও প্রধান কার্যালয় শক্তিশালীকরণ।
- উপজেলা পর্যায়ে তৃণমূল নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার শীর্ষক কর্মসূচী।
- গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় নারী উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় মহিলা বিপনী কেন্দ্র (জয়িতা-কালীগঞ্জ) কর্মসূচি।
- অধুনালুপ্ত ছিটমহলের নারীদের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে বেসিক আইটি/আইসিটি লিটারেসি এবং নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।
- শিশুর জীবন সুরক্ষায় সাতাঁর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

নারীর আইনী সহায়তা প্রদান

- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে নির্যাতিতা, দুঃস্থ ও অসহায় ১,৪৩০ জন মহিলাকে আইনগত পরামর্শ প্রদান। মোকদ্দমা দায়েরের লক্ষ্যে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটিতে ১২৩টি অভিযোগ প্রেরণ। মোহরানা ও খোরপোষ বাবদ বিবাদীর কাছ থেকে বাদিনীকে ৩৭.৮৮ লক্ষ টাকা আদায়।
- ২০১১ সালে গাজীপুরে ১০০ আসন বিশিষ্ট মহিলা, শিশু ও কিশোরীর হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ১০০ আসন বিশিষ্ট নারী সহায়তা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

বিভিন্ন আইন/বিধি, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণঃ

(১) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১;
(২) জাতীয় শিশু নীতি ২০১১;
(৩) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০;
(৪) নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫;
(৫) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কর্মপরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫;
(৬) শিশু আইন, ২০১৩;
(৭) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩;
(৮) ডিএনএ আইন, ২০১৪;
(৯) বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭;
(১০) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা, ২০১৮;
(১১) যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন ট্রেড

- কম্পিউটার অফিস এ্যাপিকেশন
- বেসিক কম্পিউটার ◆ ভার্চুয়াল ট্রেইনিং
- কম্পিউটার সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং

- মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
- এসি সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং
- মাইক্রোওভেন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং
- টিভি সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং
- রেফ্রিজারেটর সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং
- মটর ড্রাইভিং ◆ ইলেকট্রিশিয়ান
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুয়িং মেশিন অপারেটর

- চামড়াজাত শিল্প ◆ ব্যাগ মেকিং
- সাবান ও মোমবাতি
- পেষ্টি এন্ড বেকারি প্রোডাক্ট
- হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং
- ক্যাটারিং ◆ ফুড প্রসেসিং এন্ড প্রিজারভেশন

- ভার্মি কম্পোস্ট ◆ পোলট্রি
- বি এন্ড মাশরুম কাল্টিভাশন
- হার্টিকালচার এন্ড নার্সারি
- এগ্রিকালচার মেশিন মেইন্টেন্যান্স

- ফ্যাশান ডিজাইন ◆ এমব্রয়ডারি
- ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
- টেইলারিং ◆ দর্জি বিজ্ঞান
- ব্লক বাটিক এন্ড টাইডাই
- আধুনিক গার্মেন্টস
- বিউটিফিকেশন
- ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং

- ইলেকট্রনিক্স এ্যাসেম্বলিং
- সোপিস এন্ড হ্যান্ডিক্রাফট মেকিং
- বক্স মেকিং এন্ড প্যাকেজিং
- বিজনেস ম্যানেজমেন্ট

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সম্মাননা প্রাপ্ত ৫ জন জয়িতা নারীর সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৯৮তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে

জাতিসংঘের ইউনিসেফ পুরস্কার পেলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি

বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অসামান্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ

যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কার্যক্রম

- যৌতুক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ১১৬৩৬টি উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ১,৫৫,১৭৭ জনকে সচেতন।
- সরকারের বাল্যবিয়ে বিরোধী প্রচারণার অসামান্য অবদান রাখার জন্য The Accolade Global Film Competition 2017 Humanitarian Award এবং The Accolade Winner Award End Child Marriage প্রদান করা হয়।

বাল্যবিয়ে রোধে ন্যাশনাল ক্যাম্পেইন এর আন্তর্জাতিক পুরস্কার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হস্তান্তর

- সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রান্তিক ও অসহায় কিশোর-কিশোরীদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিসহ জেন্ডার বেইজড্ ভায়োলেন্স প্রতিরোধ করার জন্য সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ৪৮৮৩টি ক্লাবের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা হচ্ছে।

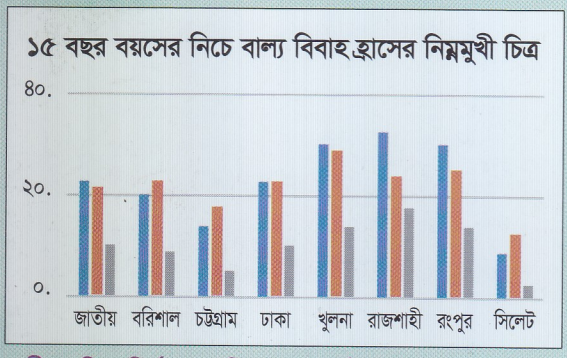

- ৬৪টি জেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫ হতে ২০১৭ পর্যন্ত ২৭৬৩ জন শিশু বাল্যবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে।

- (BBS) ২০১৫ : ১৫ বছরের নিচে বিয়ের শতকরা হার (১৫-৪৯ বছর)
- (BBS and UNICEF) ২০১৬: ১৫ বছররের নিচে বিয়ের শতকরা হার (১৫-১৯ বছর)
- (BIDS) ২০১৭: ১৫ বছরের নিচে বিয়ের শতকরা হার (১৫-৪৯ বছর)

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে কার্যক্রম

- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ৬০টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার হতে ৩৩৫০৩ জন নির্যাতিত নারী ও শিশুকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ৪০টি সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল হতে ৪০৮৪৩ জন নির্যাতিনের শিকার নারী ও শিশুকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ডিএনএ ল্যাবরেটরিতে ৪৬১৯ টি মামলার শিশুর পিতৃ পরিচয় নির্ধারণে ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন। ডিএনএ অধিদপ্তর গঠিত হচ্ছে।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার হতে ১৪৭০ জন নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান।
- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১৮ জুন পর্যন্ত ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে **ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯** এর মাধ্যমে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ৯৮৪১২৫ টি ফোনকল গ্রহণ।
- ২০১৭ সালে রোহিংগা নারী ও শিশুদের জন্য মনোসামাজিক কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কক্সবাজারের উখিয়ায় রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার স্থাপন।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় **জয় মোবাইল অ্যাপস** ২৯ জুলাই, ২০১৮সালে চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপসে ৩টি মোবাইল নম্বর FnF হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের ওয়েবসাইট

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর : www.dwa.gov.bd
জাতীয় মহিলা সংস্থা : www.jms.gov.bd
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি : www.shishuacademy.gov.bd
জয়িতা ফাউন্ডেশন : www.joyeeta.portal.gov.bd